

DEPARTMENT OF HISTORY

LIST OF STUDENTS: 35

1. SONIA PAL
2. SAYANTANI BANERJEE
3. MOUSUMI MUKHERJEE
4. BANDANA BARUI
5. BIMALA MAJUMDER
6. ASTA AISHWARYA PATI MITRA
7. HASNAHENA KHATUN
8. PAPIYA GHOSH
9. SABIRA KHATUN
10. BONI KIRTANIYA
11. DIPTI MONDAL
12. KAKALI GHOSH
13. KUHELI MONDAL
14. NAFISA KHATUN
15. PUJA THAKUR
16. SAHATUNNESA KHATUN
17. JESMINA KHATUN
18. AKASH PRAMANIK
19. AKSHAY MALIK
20. AMIT BISWAS
21. BISHAL CHATTERJEE
22. BISHAL CHATTERJEE
23. DIBYENDU PRAMANIK
24. KAKALI GHOSH
25. MOKSED MIDDA
26. MOUSUMI MUKHERJEE
27. MOUSUMI MUKHERJEE
28. NARESH HALDER
29. PRIYANKA GHOSH
30. SAYANTANI BANERJEE
31. SAYANTANI BANERJEE
32. SIRIN SULTANA
33. SONIA PAL
34. SOURAV GHOSH
35. SUDIPTA DEY

TITLE OF THE PROJECT:

- 1. FIELD TRIP TO KALIKAPUR & MOUKHIRA, DIST: PURBA BARDHAMAN**
- 2. FIELD TRIP TO KONARAK, BHUBANESHWAR & PURI**

DURATION WITH DATE:

- 1. 11AM TO 4 PM (19.12.2022)**
- 2. 01.03.2023 TO 06.03.2023**

PROJECT WORK COMPLETION CERTIFICATE:

NO REPORT AS FIELD STUDY UNDERTAKEN

REPORT OF THE FIELD WORK:

- 1 FIELD TRIP TO KALIKAPUR & MOUKHIRA**
- 2 FIELD TRIP TO KONARAK, BHUBANESHWAR & PURI**

SAMPLE PHOTOGRAPHS OF THE FIELD WORK:



PERMISSION LETTER FOR FIELD WORK FROM COMPETENT AUTHORITY

To,
The Teacher-in-Charge,
Guskara Mahavidyalaya,
Guskara,
Dist: Purba Bardhaman,
West Bengal,
PIN - 713128

17.12.2022

Sir,

Permission for Conducting Field Study


The Department of History is conducting a field study tour of Moukhira village and Kalikarapur Rajbari (near Mankar) on 19/12.2022 for students of the 3rd and 5th semesters. Since the faculty members of the department would escort the students on this field study, the department will be closed for classes on the said date.


We seek your permission for conducting the same during which period the participants (especially the students) would be under the guidance and security of the escorts who are also participating in this field study. Moreover, we would like to have your permission regarding cancellation of regular classes for the said date.

Hope to get your permission

Thanking You

Yours Sincerely


(Department of History)



To,
The Teacher-in-Charge,
Guskara Mahavidyalaya,
Guskara,
Dist: Purba Bardhaman,
West Bengal,
PIN - 713128

25.02.2023

Sir,

Permission for Conducting Departmental Study Trip, 2023


The Department of History is conducting a study tour of willing participants from the department to the historical sites of Puri, Bhubaneswar, Konarak etc. from the 1st of March, 2023 to the 6th of March, 2023.


We seek your permission for conducting the same during which period the participants (especially the students) would be under the guidance and security of the escorts who are also participating in this study tour. Moreover, we would like to have your permission regarding cancellation of regular classes for the said dates.

Hope to get your permission

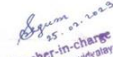
Thanking You

Yours Sincerely


25/02/2023 S. Ranu
(Department of History)



Encl: 1. List of Participants
2. Itinerary


25.02.2023
Teacher-in-charge
Guskara Mahavidyalaya

To,
The Teacher-in-Charge,
Gushkara Mahavidyalaya,
Guskara,
Dist: Purba Bardhaman,
West Bengal,
PIN – 713128

17.12.2022

Sir,

Permission for Conducting Field Study

The Department of History is conducting a field study tour of Moukhira village and Kalikarapur Rajbari (near Mankar) on 19/12.2022 for students of the 3rd and 5th semesters. Since the faculty members of the department would escort the students on this field study, the department will be closed for classes on the said date.

We seek your permission for conducting the same during which period the participants (especially the students) would be under the guidance and security of the escorts who are also participating in this field study. Moreover, we would like to have your permission regarding cancellation of regular classes for the said date.

Hope to get your permission

Thanking You

Yours Sincerely



(Department of History)

Signature
17.12.2022

DEPARTMENT OF HISTORY							
LIST OF STUDENTS	FIELD STUDY	PLACE OF WORK	DURATION	PROJECT WORK COMPLETION CERTIFICATE FROM THE ORGANIZER	LINK THE REPORT OF THE FIELD WORK	SAMPLE PHOTOGRAPH OF THE FIELD WORK	PERMISSION LETTER FOR FIELD WORK FROM COMPETENT AUTHORITY
B.A HONOURS DEGREE COURSE(CBCS)-SEMESTERS-I, III & V							
SEC I (ARCHIVES AND MUSEUMS IN INDIA) & SEC II (ART APPRECIATION: AN UNDERSTANDING TO INDIA ART)							
SONIA PAL	FIELD TRIP TO KALIKAPUR & MOUKHIRA, DIST: PURBA BARDHAMAN	KALIKAPUR & MOUKHIRA, DIST: PURBA BARDHAMAN	1 DAY	NO REPORT AS FIELD STUDY UNDERTAKEN	TO BE SUPPLIED BY BNA	TO BE SUPPLIED BY BNA	LETTER ATTACHED TO THIS FILE
SAYANTANI BANERJEE							
MOUSUMI MUKHERJEE							
BANDANA BARUI							
BIMALA MAJUMDER							
ASTA AISHWARYA PATI MITRA							
HASNAHENA KHATUN							
PAPIYA GHOSH							
SABIRA KHATUN							
BONI KIRTANIYA							
DIPTI MONDAL							
KAKALI GHOSH							
KUHELI MONDAL							
NAFISA KHATUN							
PUJA THAKUR							
SAHATUNNESA KHATUN							
JESMINA KHATUN							











গত ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২২এ গুসকরা মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পরিচালনায় একটি ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন হল। ইতিহাস নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করার একটা ইচ্ছা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমাদের সবার মধ্যেই ছিল। সেই মত আমরা ইতিহাস বিভাগের শিক্ষকদের তৃতীয় সেমিস্টার থেকে ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাই। কিন্তু, পরীক্ষা সংক্রান্ত নানান কাজকর্মে তা সম্ভব হয়নি। অবশেষে পঞ্চম সেমিস্টারে এসে আমাদের এই ইচ্ছা পূরণ হল। বিভাগীয় শিক্ষকদের নির্দেশ মত আমরা পঞ্চম সেমিস্টার থেকে মোট নয়জন ছাত্র-ছাত্রী এবং তৃতীয় সেমিস্টার থেকে মোট আটজন ছাত্র-ছাত্রী এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। ক্ষেত্র সমীক্ষার স্থান হিসাবে আমরা পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২ ব্লকের অন্তর্গত কালিকাপুর রাজবাড়ী ও মৌখিরা গ্রামটি কে বেছে নিয়েছিলাম।

আমাদের এই ক্ষেত্র সমীক্ষায় গাইড হিসাবে ছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুরজিৎ রাউৎ, রুদ্রনীল চোৎদার, শ্যামাপদ দাস ও মিঠু দে। শিক্ষকদের নির্দেশ মত আমরা পঞ্চম ও তৃতীয় সেমিস্টারের মোট সতেরোজন ছাত্র-ছাত্রী গুসকরা বাসস্ট্যাণ্ডে উপস্থিত হয়ে গুসকরা থেকে মোরবাঁধগামী একটি বাসে চেপে সকাল ৯:৩০ নাগাদ মোরবাঁধ বাসস্ট্যাণ্ডে নামলাম। এখানে একটি দোকানে টিফিন সেরে পাঁচটি টোটোতে চেপে আমাদের গন্তব্যস্থল কালিকাপুর রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই কালিকাপুর রাজবাড়ির সামনে উপস্থিত হলাম। বাইরে থেকে রাজবাড়িটি দেখে আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠল। রাজবাড়ির সামনে গিয়ে দেখলাম ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ইতিহাসের সাক্ষী রাজবাড়িটি দক্ষিণে দণ্ডায়মান। এর পাশে পশ্চিমদিকে পোড়ামাটির কারুকার্য খচিত দুটি শিব মন্দির রয়েছে। কালিকাপুর রাজবাড়িটির দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন কেয়ারটেকার সমরেশ রায় মহাশয়, তিনি এই বংশের কুলপুরোহিত দেবানন্দ রায়ের বংশধর। মাথাপিছু দশ টাকা টিকিট কেটে শিক্ষকদের নেতৃত্বে আমরা সব ছাত্র-ছাত্রীরা রাজবাড়িতে প্রবেশ করলাম। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধে কেয়ারটেকার সমরেশ বাবু কালিকাপুর রাজবাড়ির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানালেন। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ১৮৩৮ সাল নাগাদ তৎকালীন বর্ধমান রাজার অধীনে বর্তমান আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত মৌখিরা-কালিকাপুর সহ এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তালুকদার হিসাবে দায়িত্ব পান এই অঞ্চলের ধনাঢ্য ব্যক্তি পরমানন্দ রায়।

মৌখিরা গ্রামের বাসিন্দা পরমানন্দ বাবু তার অধিনস্ত বিস্তীর্ণ জমিদারির রাজস্ব আদায় করে বর্ধমান রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। বন্যাগ্রবন নীচু অঞ্চল মৌখিরা গ্রামের নিকটবর্তী কালিকাপুর গ্রামে পরমানন্দ রায় তার সাত পুত্রের জন্য গড়ে তোলেন সাতমহল বিশিষ্ট এক বিশাল রাজবাড়ি যা কালের কবলে বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজবাড়িটির প্রবেশগুহের তোরণটি একটি অর্ধগোলাকৃতি খিলানবিশিষ্ট। আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপক সুরজিৎ রাউৎ মহাশয় জানালেন, এই রাজবাড়িটির ভিতর ও বাহিরের স্থাপত্য প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সাথে তুর্কো-আফগান স্থাপত্যরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। রাজবাড়ির তোরণের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে সামনে ষোলোটি স্তম্ভবিশিষ্ট একটি মঞ্চ চোখে পড়ল। এটা অনেকটা মণ্ডপ প্রকৃতির বলা চলে নাটমন্দির কিন্তু বর্তমানে এটি ছাদহীন। এখানে আমরা সকলে মিলে বেশ কয়েকটা গ্রুপছবি নিলাম। নাটমন্দিরের সামনেই রয়েছে সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি দুর্গামন্দির। লোকমুখে জানা গেল এই রাজপরিবারের বর্তমান উত্তরসূরীরা কলকাতা, দিল্লিসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে থাকেন। এমনকি কয়েকটি পরিবার বিদেশে বসবাস করলেও দুর্গাপূজোর সময় সকলেই রাজবংশের পূজোতে সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে রাজপরিবারের আর্থিক আয় কমে যাওয়ায় পূজোর জৌলুস অনেক কমেছে কিন্তু আনন্দের ঘাটতি নেই। পূজোর চারদিন এখানে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ পূজো দেখতে আসেন এবং এই রাজবাড়ি ও মৌখিরা গ্রাম ঘুরে যান।

আমরা বিভাগীয় দুই অধ্যাপক রুদ্রনীল চোংদার ও মিঠু দেব সাথে সাতমহল বিশিষ্ট ভগ্ন রাজবাড়ি ঘুরে দেখলাম। দুর্গামন্দির ও নাটমন্দিরটিকে মাঝখানে রেখে চারপাশে বর্গাকারে রাজবাড়ির মূল স্থাপত্যটি গড়ে উঠেছে। এই গ্রামে বসবাসকারী এক ব্যক্তির নিকট থেকে জানতে পারলাম এই বাড়িটি পরমানন্দ রায়ের জৈষ্ঠপুত্র বসবাস করতেন। বাড়িটি দ্বিতল বিশিষ্ট। প্রতিটি তলে বেশ কয়েকটি ছোট প্রকোষ্ঠ এবং প্রতিতলে চারটি করে বারান্দা অবস্থিত।

মূল গৃহটির পাশে ভগ্নপ্রাপ্ত আরও ছয়টি রাজগৃহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে বুঝতে পারলাম প্রতিটি বাড়ি ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এই ছটি বাড়ির মধ্যে তিনটি প্রায় (সম্পূর্ণ) ধ্বংসপ্রাপ্ত। একটি গৃহে প্রবেশ করে দেখলাম দ্বিতলবিশিষ্ট এই বাড়িটিতেও প্রতিটিতলে বারোটি করে প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান কিন্তু প্রতিটিতলেরই ছাদ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। মিঠু ম্যাডাম ও রুদ্রনীল স্যার বাড়িটির উচ্চতা, প্রকোষ্ঠগুলির পরিমাপ এবং এখানকার বাসগৃহ ও একটি বাড়িটির মাঝখানে দ্বিতলবিশিষ্ট একটি অপরূপ তোরণের অবস্থিতি ও গুরত্ব সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন। আমরা পঞ্চম সেমিস্টারের সায়ন্তনী, মৌসুমী, পাপিয়া ও আরও তিনজন অর্থাৎ ছয়জন মিলে স্যারদের অনুরোধ করে খুব সন্তর্পনে ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে বাড়িটির ছাদে উঠলাম। ছাদ থেকে সমগ্র রাজবাড়ি পরিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় এওকটি অংশ যেটি ছিল রাজবাড়ির সেখানে আমরা প্রবেশ করলাম এটিও সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। দ্বিতলবিশিষ্ট রাজবাড়ির এই অংশটিও আয়তকার বিশিষ্ট মাঝখানে বিস্তৃত উঠান বিদ্যমান। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বারান্দাটির উঠোনের চারপাশে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলি বাসগৃহ রয়েছে। প্রত্যেকটি তলই ২০ ফুটেরও অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট। এই গৃহে বসবাসরত এক মহিলা শর্মিলা চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হল। তার কাছ থেকে আমরা রাজপরিবারের আড়ম্বরপ্রিয়তা ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের কথা জানতে পারলাম। তিনি আমাদের জানালেন যে, রাজপরিবারের দু-একজন উত্তরসূরী কালিকাপুর ও মৌখিরা গ্রামে বসবাস করেন কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সুরজিৎ স্যার ও শ্যামাপদ স্যারের সঙ্গে এই সুন্দর চতুষ্কোণ বাড়িটির প্রতিটি প্রকোষ্ঠ, বারান্দা, স্নানঘর, পাতকুঁয়ো ও বাড়িটির পিছনদিকের সম্পূর্ণ অংশ ঘুরে দেখলাম। সুরজিৎ স্যার জানালেন, বাড়িটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৬০ ফুট ও এর উচ্চতা ৪০ ফুটের কাছাকাছি হবে। এরপর আমরা রাজবাড়ির বিভিন্ন অংশের ছবি নিয়ে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। এই রাজবাড়িটি আমাদের মনে বেশ দাগ কাটলো, পুরাতন রাজবাড়ি দুটিতে দোতলার ছোট ছোট গবাক্ষ ও তার একটিতে মাটির তৈরী এক নারীমূর্তি যেন জানলার ফাঁক করে আমাদের দিকে তাকিয়ে। এই দৃশ্যটি আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। দেখে মনে হল, গুবন্দী, পর্দানসীন রাজবধুটি বাইরের মানুষদের যেন কিছু বলতে চায়।

মূল রাজবাড়িটির সামনে রয়েছে এক-রেখ-বিশিষ্ট দুটি শিবমন্দির। মন্দির দুটি পূর্বমুখী এবং প্রায় তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত। দুটি মন্দিরই অসংখ্য পোড়ামাটির ভাস্কর্য সমন্বিত। সুরজিৎ স্যার ও মিঠু ম্যাডাম আমাদের পোড়ামাটির ভাস্কর্যগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালেন। শিবমন্দির হলেও পোড়ামাটির ভাস্কর্যগুলিতে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব হিন্দু ধর্মের তিনটি শাখারই অসংখ্য ঘটনা চিত্রিত। এছাড়াও টেরাকোতার প্যানেলগুলিতে কীভাবে সমসাময়িক অর্থাৎ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনব পরিষ্কৃত হয়েছে তা সুরজিৎ স্যার আমাদের বিস্তৃতভাবে জানালেন। মিঠু ম্যাডামের নিকট থেকে আমরা বৈষ্ণব ধর্মের তথা রাধাকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এখানে কীভাবে চিত্রিত হয়েছে তা জানতে পারলাম। আমাদের পরের গন্তব্য হল রাজবাড়ী থেকে অনধিক ৫০০ মিটার পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি বিস্তৃত জলাশয়ের তীরে অবস্থিত নীলকুঠি। নীলকুঠির কথা শুনে মনে পড়ল নীল বিদ্রোহের কথা। রুদ্রনীল স্যার এবং শ্যামাপদ স্যার এই অঞ্চলের নীলচাষ, নীলকরবন্ধ করতে নীলচাষীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও চাষীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা বিস্তৃতভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। নীলকুঠিটি বেশ উচ্চতাসম্পন্ন প্রায় দ্বিতলবিশিষ্ট ছিল বলে মনে হয়। বর্তমান এই গৃহটির চারপাশ বেশ ঝোপঝাড়পূর্ণ হওয়ায় সেখানে যাওয়ার সাহস পেলাম না। নীলকুঠির

পাশে রয়েছে একটি বেশ বড় দীঘি সঙ্গে বাঁধানোঘাট। এই ঘাঁটে দাঁড়িয়ে আমরা সব ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ মিলে একটি ফটো নিলাম। ছবির মধ্যে রইল নীলকুঠি বাড়িটিও।

নীলকুঠি থেকে আমরা টোতোয় চেপে গেলাম প্রায় ২ কিমি দূরবর্তী মোখিরা গ্রামে। মোউখিরা গ্রামে পরমানন্দ রায়ের পুরাতন বসতভিটা ঘুরে দেখলাম। বাড়িটি দেখে বোঝা যায় সাম্প্রতিক কালে সংস্কার করা হয়েছে। বাড়ির মূল ফটকে পরমানন্দ রায়ের পুত্র ও উত্তরসূরীদের নামের ফলক রয়েছে। বাড়িতে রয়েছে একটি ছোট দুর্গামণ্ডপ, ছোট বারান্দা ও বিস্তৃত একটি উঠান। তিনটি বসতগৃহযুক্ত এই বাড়িটিতে বর্তমানে পরমানন্দ রায়ের এক উত্তরসূরী বাস করেন। কিন্তু এই পরিবারের কারোর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করা সম্ভব হয়নি। এই বাড়ির প্রবেশপথের দুই পাশে তিনটি করে ছোট শিবমন্দির, সামনে আরও দুটি ছোটো শিবমন্দির রয়েছে। প্রতিটি একরেখ বা একরত্ন বিশিষ্ট ইটের মন্দির। এছাড়াও বাড়ির সামনে ছোট মন্দির দুটির পাশে রয়েছে একটি বৃহৎ আকার বিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দির। প্রবেশপথের ডানদিকের ও বামদিকের মন্দিরগুলির সম্মুখভাগে, দরজার উপরিভাগে ছোটো ছোটো লেখার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে এগুলি এতটাই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত যে এগুলি সঠিকভাবে পড়া যায় না। এই মন্দিরগুলির উপরিভাগে রয়েছে পোড়ামাটির ভাস্কর্য যাতে আমরা লক্ষ্য করি মূলত বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মমতের বিভিন্ন দৃশ্য। এগুলিতে রয়েছে কীর্তনরত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, বৈষ্ণব অনুরাগী নারী ও পুরুষমূর্তি এবং কিছু পশুমূর্তি। ডানদিকের ন্যায় বামদিকের তিনটি মন্দিরেও রয়েছে টেরাকোটা ভাস্কর্য। এই মন্দিরগুলিতে বৈষ্ণব ধর্মের পাশাপাশি রয়েছে বেশকিছু শিবমূর্তি যেমন - ষাঁড়ের উপর অধিষ্ঠিত শিবদুর্গা, অস্ত্রহাতে নারীমূর্তি একই সঙ্গে রয়েছে শাড়িপরিহিতা সুসজ্জিতা নারী, রয়েছে বংশীধারী রাধাকৃষ্ণমূর্তি, বাদ্যকার এবং অসংখ্য ফুলকারী অলংকরণ। টেরাকোটা ফলকগুলিতে রয়েছে বেশ কয়েকটি চৈতন্যমূর্তি ও বৈষ্ণব পার্শ্বদের মূর্তি। সব শিবমন্দিরগুলিতে কালো গ্রানাইট পাথরের শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। লিঙ্গগুলির উচ্চতা দেড় থেকে তিন ফুট পর্যন্ত। সব মন্দিরের উচ্চতা যেমন এক নয় তেমনই শিবলিঙ্গগুলির উচ্চতাও ভিন্ন ভিন্ন। ডান ও বাম দিকের মন্দিরগুলির উচ্চতা আনুমানিক ১৫ ফুট কিন্তু সামনের মন্দির দুটির উচ্চতা অনধিক ১২ ফুট।

বৃহৎ আকার বিশিষ্ট পঞ্চরত্নমন্দিরটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর। সময়কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। প্রবেশপথের ডানদিকের প্রথম মন্দিরটিতে যে লেখাটি রয়েছে তাতে এর সময়কাল হিসাবে ১৭১৫ শকাব্দের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় মন্দিরগুলি মোটামুটি এইসময় নির্মিত হয়েছিল। পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। প্রতিটি অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় অর্ধ-গোলাকৃতি বা খিলানযুক্ত। মন্দিরটির সম্মুখভাগের আড়াআড়িভাবে সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে পোড়ামাটির কাজ। এগুলি মূলত ফুল, লতাপাতাযুক্ত হলেও এর সঙ্গে রয়েছে কিছু শিবলিঙ্গ মূর্তি ও কিছু ভক্ত-অনুরাগীর মূর্তি। এই মন্দিরটির উচ্চতা আনুমানিক ৩০ ফুট। রাজবাড়ি সংলগ্ন এই নাট মন্দিরের সমস্ত টেরাকোটা ফলকগুলিতে প্রফলিত চিত্রগুলি থেকে কীভাবে আমরা সমসাময়িক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস জানতে পারি সুরজিৎ স্যার আমাদের সামনে তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। বাংলার মন্দিরগুলিতে টেরাকোটা ফলকগুলির মধ্যে ধরা রয়েছে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এই ক্ষেত্রসমীক্ষায় না এলে তা আমাদের অজানা থেকে যেত।

মোউখিরা রাজবাড়ি দেখে আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা শেষ হল। অতঃপর মোড়বাঁধে আমরা সকলে মধ্যাহ্নভোজন সেরে বাসে চেপে গুসকরা বাসস্ট্যাণ্ডে নেমে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

আমাদের ইতিহাস বিভাগের পরিচালনায় এই ক্ষেত্রসমীক্ষা ইতিহাস গ্রন্থ পাঠের পাশাপাশি অতীত ইতিহাসকে তথা আমাদের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করার এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। ক্ষেত্রসমীক্ষা যে ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমের একটি আবশ্যিক শর্ত হওয়া উচিত তা এই সমীক্ষায় এসে বুঝতে পারলাম। ছোটবেলা

থেকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থল পরিবারের সাথে পরিভ্রমণ করেছি কিন্তু কোনো রাজবাড়ি, সৌধ বা পুরাতন স্থাপত্যের মধ্যে থেকে কীভাবে ইতিহাসের উপাদান তথা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধাটন করা যায় তা জানতে পারি। এই প্রথম আমরা আমাদের বিভাগের অধ্যাপকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলার বিস্মৃত প্রায় রাজবাড়ি ও কয়েকটি মন্দিরের অতীত ইতিহাস সানন্দে প্রত্যক্ষ করলাম। আমরা অনেক সমৃদ্ধ হলাম। জানতে পারলাম যে, প্রাচীন সৌধ, রাজবাড়ি, মন্দিরও কথা বলে।

To,
The Teacher-in-Charge,
Gushkara Mahavidyalaya,
Guskara,
Dist: Purba Bardhaman,
West Bengal,
PIN – 713128

25.02.2023

Sir,

Permission for Conducting Departmental Study Trip, 2023


The Department of History is conducting a study tour of willing participants from the department to the historical sites of Puri, Bhubaneswar, Konarak etc. from the 1st of March, 2023 to the 6th of March, 2023.

We seek your permission for conducting the same during which period the participants (especially the students) would be under the guidance and security of the escorts who are also participating in this study tour. Moreover, we would like to have your permission regarding cancellation of regular classes for the said dates.

Hope to get your permission

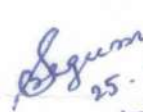
Thanking You

Yours Sincerely


25/02/2023 S. Rauth
25/02/23
(Department of History)

Encl: 1. List of Participants
2. Itinerary




25.02.2023
Teacher-in-charge
Gushkara Mahavidyalaya

DEPARTMENT OF HISTORY							
LIST OF STUDENTS	FIELD STUDY	PLACE OF WORK	DURATION	PROJECT WORK COMPLETION CERTIFICATE FROM THE ORGANIZER	LINK THE REPORT OF THE FIELD WORK	SAMPLE PHOTOGRAPH OF THE FIELD WORK	PERMISSION LETTER FOR FIELD WORK FROM COMPETENT AUTHORITY
B.A HONOURS DEGREE COURSE(CBCS)-SEMESTERS-I, III & V							
CC - I (HISTORY OF INDIA: FROM THE EARLIEST TIMES TO 600 CE), CC - V (HISTORY OF INDIA: 1206 CE - 1526 CE) & CC VII (HISTORY OF INDIA: 1526 CE - 1707 CE)							
AKASH PRAMANIK	FIELD TRIP TO KONARAK, BHUBANESHWAR & PURI	KONARAK, BHUBANESHWAR & PURI	6 DAYS	NO REPORT AS FIELD STUDY UNDERTAKEN	TO BE SUPPLIED BY BNA	TO BE SUPPLIED BY BNA	LETTER ATTACHED TO THIS FILE
AKSHAY MALIK							
AMIT BISWAS							
BISHAL CHATTERJEE							
BISHAL CHATTERJEE							
DIBYENDU PRAMANIK							
KAKALI GHOSH							
MOKSED MIDDA							
MOUSUMI MUKHERJEE							
MOUSUMI MUKHERJEE							
NARESH HALDER							
PRIYANKA GHOSH							
SAYANTANI BANERJEE							
SAYANTANI BANERJEE							
SIRIN SULTANA							
SONIA PAL							
SOURAV GHOSH							
SUDIPTA DEY							









EDUCATIONAL EXCURSION -2022-2023

DEPARTMENT OF HISTORY

GUSHKARA MAHAVIDYALAYA

Visiting Place/s: Puri- Bhubaneswar-Konarak and Dhauli

Duration of the Tour: 01.03.2023 to 06.03.2023

No of students participated= 15

No of Escorts = 03

EXCURSION REPORT

The Department of History, Gushkara Mahavidyalaya like the last three years has conducted academic excursion for the 2023 too. The excursion was scheduled to Puri, Bhubaneswar, Konarak, Dhauli and other adjoining places of historical interest. The program of the tour was finalized in the departmental meeting held on in the department in presence of all the faculty members. The teachers present in the meeting requested Dr. Surajit Rauth to conduct the tour on behalf of the faculty members. It was resolved that the tour would be undertaken in the first week of March, 2023 and the journey will be by train. It has also been decided that students willing to take part in the excursion will have to deposit Rs.4000/ each at least before fifteen days from the date of journey. Rupees one thousand as advance money was collected from each of the willing students for train ticket and hotel reservation.

A total number of fifteen students (Third Semester and fifth Semester Hons. and Gen.) participated in the tour with three faculty members as escort. On February 26th, 2023 the whole team met in a departmental class room to discuss about the tour and a PPT was presented before the students showing the sites and places to be visited. The students were given a list of materials to be taken with them.

On the first day of journey i.e. on March 1st, 2023 we started our journey from Guskara Railway Station and reached Howrah Junction by a local train and from Howrah we went to Santragachi railway station by another train. At about 7-30 pm we boarded the Shalimar Puri Jagannath express from Santragachi and reached Puri on March 2nd early in the morning. We stayed at Maha Rana Pratap Bhawan, (Gopal Ballav Road, near Puri hotel) where an arrangement for lodging and fooding was done for us.

We started visiting at about 10.30 am from Netaji Memorial Museum which is situated just beside our lodge. It has been a fantastic experience of the students as well as for us. The museum was established in 2003 by renovating an old paternal house of Subhas Chandra Bose. We enjoyed a audio-visual program showing the contribution of Netaji in freedom struggle of India. There are almost one hundred pictures relating to our freedom movement, Netaji's visit with Hitler,

formation of INA etc. The students asked some questions and raised some issues on the pictorial representations of the matters. We discussed the issues at length. Students took notes and captured some photographs from the museum as memory. The students informed us that they received a lot of information on the political role Subhas Bose as well as his whole hearted sacrifice in the freedom struggle of India. Returning from the museum we bathe in the sea and after having lunch took rest for while. In the evening we roamed on the sea beach.

On the third day of our tour i.e. on 3rd March, we undertook an external visit by two cars. We started our visit with Chandrabhaga sea beach where nothing to see but only the sea waves. Then we visited the famous Sun Temple at Konarak. At Konarak we first visited the museum which was built and is maintained by Indian Oil Corporation. The students enjoyed the audio-visual show. The picturization and cinematography is very good but it is more or less based on mythology and hear-say. The museum is well documented with beautiful photographs showing the detail plan of Sun Temple. The features of *Nagara* type of temples and the evolution of temple architecture of Orissa has been nicely represented in the different halls. Besides, some beautiful stone sculptures of Buddha, Hindu Gods and goddesses, *shalabhanjika*, *dasavatara* of lord Vishnu, three colossal stone sculpture of standing sun god and two nicely curved wheels have been placed here. All these have been following the plan of the original ones curved on the walls of the Sun Temple. The students took notes and photographs of some of these and asked about some of the figures and on the features of Odisha temple architecture.

We spent about two hour in the Sun Temple complex. The students visited the temple with much enthusiasm and interest. Before entering into the complex we remembered the mythological story behind the temple. They were told the story that is written in Brahma Purana and Bhavishya Purana. According to sources, it was built by king Narasimhadeva of Ganga Dynasty during 1238-1264. And according to *Madula-Panji*, the medieval palm-leaf chronicle of Jagannatha Temple at Puri, claims that during sixteenth century the temple was attacked by the *yavanas* or Muslims and they carried away the copper *kalasa* and the crowning *padma-dhvaja*. We started from the entrance gate decorated with stone sculptures of two colossal lion figures on elephant. In the left side of the entrance there is the detail plan of the temple given by Archaeological Survey of India. Students were told to see the detail plan of the whole complex. The main temple was conceived as a colossal chariot with twelve pairs of wheels and drawn by seven horses in spirited gallop. Three basic rock types were used in the construction; they are namely - chlorite, laterite, and khondalite. The lavishly ornamented wheels of the divine chariot are curved against the sides of the high platform and also on the two sides of east staircase of the main entrance. The resemblance to a chariot ends with the wheels and horses. The rest of the edifice is a typical Odishan temple consisting of a *deul* or sanctuary and a *jagamohana* or porch, all built on a monumental scale. The *garbhagriha* or sanctuary is longer extant. After that we saw the elegant *natamandapa*, the roof of which has been collapsed. Our students took photographs of the beautiful and some rare sculptures curved on the walls of *natamandapa* and from all the sides of the great temple. The students vividly noticed *the jagamohana* and enquired about the probable cause of its destruction and on the presence of erotic

scenes on the walls of the temple. We answered to their questions. They took some notes on all of these with some photos. There are some other auxiliary structures existed as temples with some large animal statues, all of which have been visited by us.

Next we visited the Mukteswar Temple which is often called as 'gem of Odishan architecture'. In Odishan temple architecture Mukteswar falls in the middle age (10th cen.)

It has a sanctum and a small *mandapa* in front of it, all of which is delicately carved. The special feature of this temple lies in the presence of a beautiful curvilinear gate with a *shalabhanjika* figure in front of the entrance of the *mandapa*. Students took notes and photographs in the temple. Next we visited the Rajarani temple. The temple is named after the name of a local stone temple is made of. No doubt Rajarani temple is one of the best temple in Odisha and arguably the most elegant and graceful of all the Bhubaneswar temples. It marks the beginning of the third and last phase of Odishan temple architecture (Early eleventh cen.). What strikes most is the cluster of beautiful miniature *rekha* around *gandi* curved on the corners of the superstructure which gave the shrine a gracious look. There are some of the beautiful pieces of sculptures on the temple. The students spent almost half an hour to visit the temple and record the sculptures.

After Rajarani we went to Lingaraj temple. It is one of the tallest temples in Orissa. It represents the unique example of *rekha* type temple with its four components namely, *garvagriha*, *Jagamohan*, *natamondapa* and *bhogamoandapa*. Besides, there are a number of subsidiary shrines in the complex all of which are of *rekha* type. We covered all of these. The chief deity lingaraj or siva is almost embedded in ground with hardly one feet in height. The devotees were seen to offer flowers and sweets to the deity. Some of our students also took part in this. This eleventh cen. Temple marks the second phase of Odishan temple architecture.

We also visited the Visva Shanti Stupa at Dhauli and the Ashokan pillar and the famous Ashokan inscriptions in the ancient Brahmi script. The inscription is curved on a large stone the front of which is crafted as a face of an elephant. It is situated at the foot of the Dhauli hill. At the sight of Dhauli we remembered the battle of Kalinga and its consequences that made King Ashoka converted to Buddhism. The students stood silence while we described the history of the battle. They took some photos of the stupa and the Buddha in different postures.

Next we visited the twin hills of Udaygiri and Khandagiri. In Udaygiri we visited cave no-1 or *Ganeshagumpha*, cave no 12 or *Baghgumpha* and cave-14 or *Hathigumpha*. The *Hathigumpha* bears the famous *Hathigumpha* inscription where a detail history of the deeds of Kalinga king Kharavela has been furnished. The students found much interest at this site. We discussed the contents of the inscriptions to them at length. They took notes of it. In Khandagiri we visited cave-3 or *Anantagumpha*, cave-7 or *Navamunigumpha* which is named after the nine *tirthankaras*. We returned to Puri at about 7 pm.

On the fourth day of our tour we visited the Jagannatha Temple in the morning. The students showed much interest in visiting the shrine. We entered the temple from the *singhadvar* i.e. from

the eastern gate. But before entering we had to wait almost one hour for rush. We visited sanctum or the *garbhagriha* and the three deities namely Jagannath, Balaram and Subhadra from *jagamohan* since people are no longer allowed to enter into the sanctum. We also visited the *natamandapa* but could not visit the *bhogamandapa* as time was over. The eleventh century Jagannatha temple is supposed to be one of the most sacred pilgrimages in India and is not only the largest but the tallest surviving shrines in Odisha. Its *rekha deul* is 63 meters high. The temple is also known as 'White Pagoda'. The students were told the history behind the temple. They visited every part of the *deul*, the four gates, and all other small shrines situated in the complex. In the noon we went to sea and took a bath. Students enjoyed sea bathing (*samudrasnan*) most and spent almost two hour in bathing. In the evening, as there was no scheduled program, students went to the local market to buy articles according to their choice and reach.

On the fifth day of our tour we got up early in the morning and went to see sun rise. Since there had been no visit in the schedule students spent the whole day in sea shore and roamed here and there according to their choices. Some of them went to market too. At about nine o' clock in the evening we left our lodge and went to Puri railway station. We boarded the Puri-Shalimar express scheduled to be departed at 9-30pm. Next morning on 06.03.2023 we reached santragachhi railway station early in the morning. From Santragachhi we came to Howrah station by local train and from Howrah to Guskara by Santiniketan Express. Students while leaving for homes seemed to be sorrow, some of them were seen with tears. All of them requested us to arrange the next tour as soon as exams are over.